গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০১৩.১৮.০০২.১৬-২২২

১৬ চৈত্র ১৪২৩
তারিখঃ----------
৩০ মার্চ ২০১৭

প্রজ্ঞাপন

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর গণকর্মচারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০১৭।

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের গণকর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের কর্মজীবন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০১৭ জারি করা হলো।

১। ভূমিকাঃ

১.১। খাদ্য মন্ত্রণালয়ঃ খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা । মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্যনীতিতে[১] সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে; খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্যতা ছাড়াও নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির কথা বলা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন এবং কর্মরত কর্মচারীদের প্রণোদনা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার লক্ষ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য 'বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট' সৃষ্টি করা হয়। এরপর অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয় এবং ২০০৪ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। অতঃপর ২০০৯ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় পূনর্গঠিত হয়ে খাদ্য বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে উক্ত দুটি বিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে দুটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।

১.২। খাদ্য অধিদপ্তরঃ সময়ের বিবর্তনে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট আজকের খাদ্য অধিদপ্তর। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক; মাঠ পর্যায়ে প্রধান মিলার, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সাইলো অধীক্ষক, চিফ কন্ট্রোলার অব ঢাকা রেশনিং, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক এবং অন্যান্য সহায়ক পদে কর্মচারী রয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরে মঞ্জুরীকৃত মোট ১৩৬৭৬টি পদের মধ্যে বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারে ২৩৬ টি, নন-ক্যাডারে ৬৫৭ টি, ১০ম গ্রেডে ১৭৫৭ টি, ১১-১৬তম গ্রেডে ৪৭৩০ টি এবং ১৭-২০তম গ্রেডে ৬২৯৬ টি পদ রয়েছে। কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও প্রযুক্তি নির্ভর জনবলে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

১.৩। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিগত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুমোদন করে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগীতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গত ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। আইনের আলোকে এবং উৎকৃষ্ট পন্থায়

গৃহীত খাবার সব সময় এবং সকলের জন্য সর্বোচ্চ সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পৌঁছানো এ কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনের মত মহতি কাজে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে।

১.৪। প্রশিক্ষণ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ক। প্রশিক্ষণ নীতিমালার লক্ষ্যঃ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এ ঘোষিত ক্ষুধামুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী জ্ঞান, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করার মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিত করা;

খ। প্রশিক্ষণ নীতিমালার উদ্দেশ্যঃ

১. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল স্তরের কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং দায়িত্বশীলতা, পেশাগত জ্ঞান ও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যবধানে রিফ্রেসার্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা;

২. খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন, খাদ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদ, চলাচল ও বিতরণ ব্যবস্থা সময়োপযোগী ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে গবেষণা এবং কার্যকর ও দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে খাদ্য অধিদপ্তরে ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে একটি করে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

৩. খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তরে ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আধুনিকায়ন ও প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করা।

১.৫। প্রশিক্ষণ নীতিমালার কৌশলঃ

ক.জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা[২], ২০০৩ অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

খ.অর্থ বছরের শুরুতেই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নবনিযুক্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিভাগীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মরত কর্মচারীদের জন্য স্কিল আপডেটিং ,আপগ্রেডিং, স্পেশাল কোর্স এবং রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করা।

গ. বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা করা।

ঘ. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ।

ঙ. খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ট্রেনিং স্ট্যান্ডিং কমিটি (TSC) ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুরূপ ট্রেনিং মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় ও মনিটরিং এর কাজ করবে। এছাড়া এ কমিটিসমূহ প্রশিক্ষণ নীতিমালা হালনাগাদ সহ প্রয়োজনীয় আদেশ ও গাইডলাইন তৈরি করবে। ট্রেনিং স্ট্যান্ডিং কমিটির (TSC) একটি নির্বাহী কমিটি (ECTSC) যা ট্রেনিং স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষে কাজ করবে।

২। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাঃ

২.১।নীতিমালা ও প্রযোজ্যতাঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

২.২। **সুবিধাভোগীঃ**খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেঃ

১। বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা;

২। খাদ্য মন্ত্রনালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা;

৩। খাদ্য মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন ননক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা;

৪। খাদ্য মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত পদোন্নতি প্রাপ্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ;

৫। খাদ্য মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত ২য় শ্রেণীর সকল কর্মকর্তা;

৬। খাদ্য মন্ত্রনালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল সাপোর্ট স্টাফ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী);

২.৩। **খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহঃ**

১। বিসিএস ক্যাডারের নবনিযুক্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথা খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা-বিশেষত খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদ, চলাচল ও বিতরণ;

২। সরকারি কর্মচারীদের জন্য চাকরি সম্পর্কিত প্রচলিত বিধি বিধান এবং সংবিধান, আইন, মামলা ও কোর্ট কেইস, দূর্নীতি দমন, হিসাব ও নিরীক্ষা ইত্যাদি;

৩। স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৪। ব্যাংকিং, অর্থনীতি, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা;

৫। বাংলাদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, মানবাধিকার, নৈতিকতা ও সুশাসন;

৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;

৭। শিপিং, আন্তর্জাতিক ট্রেড ও সংস্থা;

৮। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্যবিধি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

৯। জনসংযোগ ও সংবাদ লিখনের কলা-কৌশল;

১০। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ;

১১। অফিস ও নথি ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা;

১২। প্রয়োজন অনুসারে অন্য যে কোন বিষয়;

১৩।ক্লাসরুম ভিত্তিক ইন্টারএ্যাকটিভ প্রশিক্ষণ ছাড়াও কেইস স্টাডি, ডেমনস্ট্রেশন, ডিসকাসন, এসাইনমেন্ট, ভিডিও প্রদর্শন, ইনডিভিজুয়াল/ গ্রুপ এক্সারসাইজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

১৪। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ই-ট্রেনিং/ অনলাইন স্টাডিজের ব্যবস্থা করা হবে;

১৫। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, ললিতকলা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য স্টাডি ট্যুরের আয়োজন করা হবে;

১৬। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শরীর চর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা হবে এবং অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

২.৪। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহঃ

ক. বিভাগীয় প্রশিক্ষণঃ বিসিএস ক্যাডারে নবনিযুক্ত সহকারি খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সহকারি রক্ষণ প্রকৌশলী এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারি খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের ৪ মাস মেয়াদী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিভাগীয় প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থাপনা পরিদর্শন ও অন দি জব ট্রেনিং অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

খ. বিশেষ বিভাগীয় প্রশিক্ষণঃ বিসিএস ক্যাডারে পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারি খাদ্য নিয়ন্ত্রকও সহকারি রক্ষণ প্রকৌশলীদের ২মাস মেয়াদী বিশেষ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিভাগীয় প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থাপনা পরিদর্শন ও অন দি জব ট্রেনিং অন্তর্ভূক্ত থাকবে। উল্লেখ্য, যে সকল কর্মকর্তাদের বয়স ৪০ বছর অতিক্রম করেছে এবং ৫০ বছর এর নিচে তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে।

২.৫। প্রভেশন পিরিয়ডঃ দুই বছরের প্রভেশন পিরিয়ডে যে সকল ১ম শ্রেণীর খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা বুনিয়াদি ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করবে এবং বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে চাকরিতে স্থায়ী করা হবে।

২.৬। নবনিযুক্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, সহকারি উপ-খাদ্য পরিদর্শক এবং প্রধান সহকারি, হিসাবরক্ষক, উচ্চমান সহকারি ও অফিস সহকারি কাম-

কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকসহ অন্যান্য কর্মচারিদের জন্য ১ মাসব্যাপী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। এছাড়া ১৭-২০তম গ্রেডে নিযুক্ত কর্মচারীদেরও ১৫ দিনব্যাপী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২.৭। বিভাগীয় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক- ও প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল্যায়ন নীতিমালা, ২০১৩ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে।

২.৮। বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণে কৃতিত্ব অর্জনকারীদেরকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করা হবে।

২.৯। প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতি বছর রিফ্রেসার্স কোর্সের আয়োজন করবে এবং খাদ্য ক্যাডার/ননক্যাডার সকল কর্মকর্তাদের এবং অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ৫ বছর অন্তর রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজন করবে। এই নীতিমালায় বর্ণিত বিষয়বস্তু ছাড়াও নতুন বিষয় রিফ্রেসার্স কোর্সের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

২.১০। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত রেশনিং, বন্দর, ময়দাকল ও ল্যাবরেটরীতে কর্মরত কর্মচারী এবং গুদামে কর্মরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়মিত ব্যবধানে ইন-সার্ভিস কোর্স হিসেব স্কিল আপডেটিং কোর্স; স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত কর্মচারি, কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক, সাইলো সুপারভাইজার ও মোটরযান বিভাগের কর্মচারিদের জন্য টেকনিক্যাল স্কিল আপগ্রেডিং কোর্স এবং সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে Need Based Training Course/ বিশেষ কোর্সের আয়োজন করা হবে।

২.১১। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার সাক্ষরতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে /বিদেশে মৌলিক ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

২.১২। আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণঃ খাদ্য অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্তমানে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রযুক্তিসহ প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। এখানে উপ-খাদ্য পরিদর্শক, সহকারি উপ-খাদ্য পরিদর্শক এবং অফিস স্টাফসহ কর্মচারিদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, রিফ্রেসার্স ও অন্যান্য কোর্সের আয়োজন করা হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে বছরে অন্তত ৩ টি প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

২.১৩। সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে তাদের পেশাগত উন্নতির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ওয়ার্কসপ সেমিনারে প্রেরণ করতে হবে।

২.১৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে বছরে ১০০ ঘন্টা ইন-হাউজ/স্থানীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিধায় অনুরূপ ট্রেনিং প্রদান করা হবে।

২.১৫। ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য এই নীতিমালার আওতায় বছরে ১০০ ঘন্টা ইন-হাউজ/স্থানীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। সাপোর্ট স্টাফ প্রশিক্ষণঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য এই নীতিমালার আওতায় বছরে ১০০ ঘন্টা ইন-হাউজ/স্থানীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১। মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য Advanced Course on Administration and Development (ACAD) ট্রেনিং এর অনুরূপ ২মাস মেয়াদি ট্রেনিং এর আয়োজন করতে হবে।

৩.২। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণঃ খাদ্য মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য Senior Staff Course (SSC) ট্রেনিং এর অনুরূপ দেড় মাস মেয়াদি ট্রেনিং এর আয়োজন করতে হবে।

৩.৩. স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রথিতযশা সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যথা বিপিএটিসি, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস একাডেমী, বার্ড, আরডিএ, এনএপিডি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব

ম্যানেজমেন্ট, বিআইএএম, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে যোগ্য ও আগ্রহীদের মনোনয়ন প্রদান করা হবে।

খ. জনপ্রশাসন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন কোর্স/প্রশিক্ষণে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তা /কর্মচারীদের অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে।

গ. সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক নীতিমালার[৪] আলোকে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মাস্টার্স, এমএস, এমফিল, পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হবে।প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা/ প্রশিক্ষণ করলে বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ প্রদান করতে হবে।

৩.৪. উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে এবং অন্যান্য ইনস্টিটিউটে অনুরূপ সেমিনার/ওয়ার্কশপে কর্মচারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে।

৩.৫. খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুষ্টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এ বিষয়ে নবসৃষ্ট ধারণার সাথে পরিচিতির জন্য সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

৩.৬. খাদ্য ক্যাডার/ননক্যাডার সকল কর্মকর্তাদের এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৫ বছর অন্তর রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজন করতে হবে। এই নীতিমালায় বর্ণিত বিষয়বস্তু ছাড়াও নতুন বিষয় রিফ্রেসার্স কোর্সের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

৩.৭. বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ ও "Training of Trainers" (ToT) ট্রেনিং : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিয়োজিত প্রকৌশলীদের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের ও ট্রেনারদের জন্য "Training of Trainers" (ToT) আয়োজন করতে হবে।

৩.৮. প্রশিক্ষণ থেকে অব্যহতিঃ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত মধ্যম এবং উচ্চপর্যায়ের যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৫৬ বছরের উর্ধ্বে তাদের ACAD/SSC এর অনুরূপ প্রশিক্ষণে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।

৪। বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

৪.১.বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

ক. খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টি সম্পর্কে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের হালনাগাদ জ্ঞান ও ধারণার সাথে পরিচিতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

খ. বৈদেশিক সূত্র হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সফরে মনোনয়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় , খাদ্য অধিদপ্তরের ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাদের বিবেচনা করা হবে।

গ. বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে যারা ইতোপূর্বে কোনো বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন নি তারা অগ্রাধিকার পাবে। খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারি কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তথ্যাদির একটি ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করবে।

ঘ. ভারত , থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ উন্নত ও উন্নয়নশীল যে সব দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সে সব দেশের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা , পুষ্টি এবং তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

ঙ. বিভিন্ন দেশের সাথে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

চ. সার্ক ফুড ব্যাংকের সদস্য দেশসমূহে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ সফরের ব্যবস্থা করা হবে।

ছ. ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য কর্মকর্তাদের স্টাডি ট্যুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

জ. খাদ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের ইনস্টিটিউটের সাথে প্রশিক্ষণ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে।

ঝ. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিজস্ব প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক "Training of Trainers" (ToT) এর ব্যবস্থা করা হবে।

ট. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহিত বৃত্তি/প্রশিক্ষণ এ উৎসাহিত করা হবে।

৪.২. স্বল্প , মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সঃ আট সপ্তাহ থেকে ছয় মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণকে স্বল্প মেয়াদি, ছয় মাস থেকে এক বছরের কম মেয়াদি প্রশিক্ষণকে মধ্য মেয়াদি এবং এক বছর ও এর উর্ধ্বের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ গণ্য করা হবে এবং এমএস এবং পিএইচডি দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ এর অন্তর্গত হবে।

৪.৩. বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যোগ্যতা সংক্রান্ত বিস্তারিত গাইড লাইন ও পদ্ধতিঃ এবং মনোনয়ন এর পদ্ধতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত বিধিবিধান ও নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

ক. যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৫২ বছরের নিচে তাদেরকে স্বল্প মেয়াদি কোর্সের জন্য মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

খ. যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৪৫ বছরের নিচে তাদেরকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

গ. যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৪০ বছরের নিচে তাদেরকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

ঘ. মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি কোর্সে মনোনয়নের জন্য শিক্ষা জীবনে ন্যূনতম একটি ১ম শ্রেণী থাকতে হবে।

ঙ. যেসকল কর্মকর্তা চাকরি জীবনে একবার দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে তারা পরবর্তীতে আর কোনো মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

চ. কোনো নির্দিষ্ট/ বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য উপরোক্ত বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে না।

ছ. যেসকল কর্মকর্তা দুই বছর প্রভেশন পিরিয়ডের চাকরি পূর্ণ করেছে এবং বুনিয়াদি ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে তারাই বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হবে।

জ. সভা, সেমিনার, স্টাডি ভিজিট ও ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণের জন্য কোনো বয়সসীমা থাকবে না।

৪.৪. বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অন্যান্য নিয়মাবলীঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তা তিন মাস বা এর উর্ধ্বে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে এর আদেশ জারি করতে হবে। ছয় মাসের উর্ধ্বে বিদেশ প্রশিক্ষণ থেকে ফেরত আসার পর দুই বছর তাকে প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কাজে নিয়োগ করতে হবে।

৪.৫ দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ থেকে ফেরত আসার পর উক্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পোষ্টিং প্রদানে প্রাধান্য দিতে হবে।

৪.৬. খাদ্য মন্ত্রণালয় , খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হতে বৈদেশিক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক/ বার্ষিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

৪.৭. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহিত বৃত্তি/প্রশিক্ষণ এ উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে স্টাডি লিভ দিতে হবে। পোস্ট ডকটোরাল ডিগ্রির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডেপুটেশন/ স্টাডি লিভ দিতে হবে।

৪.৮. প্রকল্প ভিত্তিক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হতে হবে।

৪.৯. স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রেষণ মঞ্জুরঃ

নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশিক্ষণ / উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণ মঞ্জুর করবেঃ

ক. স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা যা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ।

খ. স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা যার খরচ সরকার বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বহন করা হবে।

গ. স্বায়ত্বশাসিত , আধা সরকারি , আধা স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নিজস্ব খরচে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যাবে।

ঘ. শর্তাবলীঃ

প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে এম এস এবং সমপর্যায়ের ডিগ্রির জন্য ২ বছর এবং পি এইচ ডি কোর্সের জন্য এর জন্য ৩ বছর মঞ্জুর করা হবে এবং এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হলে স্টাডি লিভ বিধি মোতাবেক দেওয়া হবে ।

৫। প্রশিক্ষণ আয়োজনের পদ্ধতিঃ

প্রশিক্ষণ মডিউল অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি করতে হবে যা কোর্সের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৫.১. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনের উপরে সমীক্ষা পরিচালনা করবে।

৫.২. প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণঃ প্রতিটি প্রশিক্ষণের বিষয়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেশন, সিডিউল, লেসন প্ল্যান , লেকচার মেটারেয়াল, রিসোর্স পারসোন, প্রশিক্ষণের ফলাফল এবং মূল্যায়ন স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫.৩.বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা: জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা[২], ২০০৩ এ বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা রয়েছে বিধায় বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে।

ক. সংখ্যা এবং টার্গেট গ্রুপ (লেভেল অফ অফিসার) নির্ধারণ

খ. নির্বাচন পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণের বিষয় ।

গ. ট্রেনিং সিডিউল ।

ঘ. রিসোর্স পারসোন নির্বাচন।

ঙ. বাজেট প্রস্তুত।

৫.৪. ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণঃ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা[২], ২০০৩ এ ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রণয়ন করার নির্দেশনা রয়েছে বিধায় ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রণয়ন করতে হবে।

৫.৫. প্রশিক্ষণ কোষ গঠন :

জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি) ২০০৩ এর ৫.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রশিক্ষণ কোষ গঠন করতে হবে। উক্ত কোষ গঠন না হওয়া পর্যন্ত অভ্যন্তরীন প্রশাসন-১ শাখা/ অধিশাখা প্রশিক্ষণ কোষ হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫.৬.মডুলার পদ্ধতি ব্যবহারঃ ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে মডুলার পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৬ .প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, তত্ত্বাবধান ও প্রতিবেদনঃ

ক. খাদ্য মন্ত্রণালয় , খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কর্মকর্তা মনোনয়নের জন্য একটি স্টান্ডিং কমিটি থাকবে। এই কমিটি কর্মকর্তা মনোনয়নসহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করবেন ।

খ. খাদ্য অধিদপ্তরে মহাপরিচালককে সভাপতি এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও সকল পরিচালককে সদস্য করে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি[৪] এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করবে এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। পরিচালক, প্রশিক্ষণ এ কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণের জন্য অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

গ. বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও লব্ধ শিক্ষা সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন/দাখিল করবে।

ঘ. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমঃ প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান একটি গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট গঠন করতে হবে এবং গবেষণা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ১০-১৫% বাজেট ব্যবহার করতে হবে।

৭. পরামর্শক নিয়োগঃ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বত্তোম ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদনক্রমে ও বিধি মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক নিয়োগ করা যাবে।

৮. রিসোর্স পারসোন তৈরি করাঃ প্রয়োজনে প্রশিক্ষন প্রদান করে রিসোর্স পারসোন তৈরি করতে হবে।

৮.১. প্রশিক্ষক পুল গঠন: প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্য ও আগ্রহীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষক পুল গঠন করা হবে। প্রশিক্ষকদের উচ্চতর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৮.২. Training of Trainers" (ToT) ট্রেনিং প্রদানঃ পর্যায়ক্রমিকভাবে "Training of Trainers" (ToT) এর ব্যবস্থা করা হবে।

৮.৩. প্রকাশনা কার্যক্রমঃ বছরে অন্তত ২টি স্টাডি/আর্টিক্যাল খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশ করতে হবে।

৮.৪. গবেষণা কার্যক্রমঃ একজন প্রশিক্ষক বছরে অন্তত একটি গবেষণা তার নিজস্ব এরিয়াতে পরিচালনা করবে।

৮.৫. সেমিনারঃ প্রতিটি প্রশিক্ষক তার নিজস্ব স্পেশালাইজেশন এরিয়াতে একটি সেমিনার আয়োজন করবে।

৮.৬. দক্ষতার মূল্যায়নঃ একটি দক্ষতার মূল্যায়ণ ফরমেট প্রস্তুত করে প্রতিটি প্রশিক্ষকের দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে।প্রশিক্ষকের গৃহীত কোর্সের সংখ্যা সেশনসমূহ , প্রশিক্ষনার্থী কর্তৃক কোর্স মূল্যায়ন, গবেষণা কার্যক্রমের সংখ্যা এবংজার্নালে প্রকাশিত প্রকাশনার সংখ্যা দ্বারা মূল্যায়ন এ গুরুত্ব দিতে হবে।

৯. প্রশিক্ষকদের প্রণোদনাঃ প্রশিক্ষকদেরকে নিম্নোক্ত প্রণোদনা দিতে হবেঃ

ক. বৈদেশিক প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ফেলোশিপ এবং বৃত্তি প্রদান করা হবে।

খ. বিশেষ প্রশিক্ষণ ভাতাঃ মূল বেতনের ৩০%বিশেষ প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হবে।

গ. জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি) ২০০৩ এর অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাবলী দেওয়া হবে।

১০.প্রশিক্ষনার্থীদের প্রণোদনাঃ প্রশিক্ষণে ভাল ফল করলে প্রশিক্ষনার্থীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১১. বিধি প্রণয়নঃ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১২. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপঃ দেশে/বিদেশে ও সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

১৩. আয় বর্ধক কার্যক্রম (Income Generation Activities) গ্রহণঃ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তাদের আয় বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪. বাজেট প্রণয়নঃ

১. অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের নিমিত্ত অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করতে হবে। এছাড়াও Domestic Fund for Foreign Training গঠন করা হবে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেতন-বাজেটের ২% অর্থ প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

২. বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হবে।

১৫। ন্যাশনাল একাডেমি ফর ফুড ম্যানেজমেন্ট, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ গঠনঃ

ক. উক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জাতীয় খাদ্যনীতিতে সরকারি খাদ্যশস্য মজুদ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

১. বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, বিশেষ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মরত কর্মচারীদের জন্য স্কিল আপডেটিং ,আপগ্রেডিং, ২য় শ্রেণীর সকল কর্মকর্তাদের স্পেশাল কোর্স, সকল সাপোর্ট স্টাফ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) এর জন্য প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেসার্স কোর্স, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি;

২.খাদ্যশস্যের মজুদ, খাদ্য মূল্য, খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বেসরকারি আমদানি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সরকারি সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম;

৩. সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিক বাণিজ্যনীতির সাথে সমন্বিত করে বিশেষতঃ খাদ্য সরবরাহ ঘাটতিকালে প্রয়োজনীয় বাজার সরবরাহ বৃদ্ধিমূলক কৌশল অবলম্বন করা ;

৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ করা এবং

৫. সংগ্রহ ও বিতরণের মৌসুমী পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে অর্থ বছরের শুরুতে ১০ লাখ মে.টন খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ সংরক্ষণ করা।

খ. খাদ্যনীতিতে উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্রশিক্ষণ বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ অপারেশন এন্ড রিসার্চ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হবে।

১৬। সেইফ ফুড ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি গঠন : সেইফ ফুড ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি গঠন করে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭.দেশী বেদেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক গঠন:

১.নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেশী বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ভিজিট ও স্টাডি ট্যুরের আয়োজন।

২. দেশী ও আন্তর্জাতিক সেমিনার /ওয়ার্কশপের আয়োজন।

১৮. জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালাঃ বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি[৩] এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে /উচ্চ শিক্ষায় কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করবে।

১৭। জনস্বার্থে জারিকৃত এ প্রশিক্ষণ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২।৪।১৭

(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

নং-১৩.০০.০০০০.০১৩.১৮.০০২.১৬-২২২/১(১৭)

১৬ চৈত্র ১৪২৩
তারিখঃ----------
৩০ মার্চ ২০১৭

অনুলিপিঃ সদয় কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৫। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সিএন্ডএজি'র কার্যালয়, কাকরাইল, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ১৩তলা, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৯। যুগ্মসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। উপসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১২। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৩। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৫। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/সংগ্রহ ও সরবরাহ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৭। অফিস কপি।

২।৪।২০১৭

(মোঃ আয়াতুল ইসলাম)
উপসচিব